পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম)

প্রাতিষ্ঠানিক

এবং

আইনি কাঠামো

সিটি কর্পোরেশন

অক্টোবর ২০১৭

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম)
প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো

প্রকাশক
পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা (পিএসবি)
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সহযোগীতায়
জাতিসংঘের শিশু উন্নয়ন বিষয়ক তহবিল (ইউনিসেফ)
বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স, ১ মিন্টো রোড, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ

অক্টোবর ২০১৭

প্রস্তুতকরণ
স্থানীয় সরকার বিভাগ নিযুক্ত কার্যকর কমিটি
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

কপিরাইট
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে এই প্রকাশনাটি আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে যেকোনো মাধ্যমে পুনর্মুদ্রণ করা যাবে।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম)

প্রাতিষ্ঠানিক

এবং

আইনি কাঠামো

সিটি কর্পোরেশন

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাণী

আমি জেনে আনন্দিত যে, সম্প্রতি স্থানীয় সরকার বিভাগের অন্তর্ভুক্ত পলিসি সাপোর্ট ইউনিট (পিএসইউ) কর্তৃক বাংলাদেশের পানি ও পয়ঃনিষ্কান সেক্টর সহায়ক 'পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো' (আইআরএফ-এফএসএম) প্রস্তুত করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের অভীষ্ট লক্ষ্য হলো 'স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন'। প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামোটি (আইআরএফ-এফএসএম) আমাদের জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এফএসএম সেবা বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মযজ্ঞে খুবই সহায়ক হবে।

আমি বিশ্বাস করি, আইআরএফ-এফএসএম জনস্বাস্থ্য ও সামাজিক প্রগতি প্রসারে এবং অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধির সাথে নিবিড়ভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। একইসাথে উল্লেখ্য, এই কাঠামোর প্রণয়ন ও সঠিক প্রয়োগ নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি-৬) অর্জনে বাংলাদেশের সার্বিক প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ, বাস্তবসম্মত ও দৃশ্যমান ধাপ।

উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের বিপরীতে পয়ঃনিষ্কাশনের উন্নত ব্যবস্থাপনা গ্রহণে গত কয়েক দশক ধরে আমরা ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছি; এখন প্রয়োজন পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনাকে আরো সংহত ও কার্যকর করা। পরবর্তী পর্যায়ে কার্য সম্পাদনে আলোচ্য আইআরএফ-এফএসএম আলোকবর্তিকা হিসেবে ভূমিকা রাখবে। আইআরএফ-এফএসএম এর সময়োচিত ও কার্যকরী বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আমি আহবান জানাচ্ছি।

এই কাঠামো প্রস্তুতিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই; একইসাথে আইআরএফ-এর সার্বিক প্রেক্ষিত বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। উল্লেখ্য যে, কাঠামোটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য-৬ অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগণ্য ভূমিকা সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প বাস্তবায়নে আমাদের সকলের দায়িত্ব রয়েছে। আমি আশা করি আমাদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, উন্নয়ন অংশীদারগণ, সুশীল সমাজ এবং সংশ্লিষ্ট সকলে আইআরএফ-এফএসএম এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে একসঙ্গে কাজ করবেন, এবং সকলের জন্য নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশকে সহায়তা করবেন। এই মূল্যবান আইআরএফ-এফএসএম এর সফল বাস্তবায়নে আমি প্রভুত আশাবাদী।

খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাণী

বাংলাদেশ যথার্থই বিস্ময় সৃষ্টিকারী এক ভূখন্ড। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক খাতে আমরা ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছি। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও সচল অর্থনীতি গঠনে সাফল্যস্বরূপ আমাদের বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি রয়েছে। সম্প্রতি আমরা নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা পেয়েছি, যা আমাদের জাতীয় ব্যুৎপত্তি ও সরকারি দক্ষতার পরিচায়ক। জাতীয় উন্নয়নে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব ও তৃণমূল জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের ফলস্বরূপ এটা সম্ভবপর হয়েছে।

পয়ঃনিষ্কাশন সমস্যা ও সঙ্কট অতিক্রমে আমাদের সাফল্য হচ্ছে এরকম উৎকৃষ্ট একটি উদাহরণ। যেখানে ১৯৯০ সালে দেশের জনসংখ্যার কমপক্ষে ৩৪% উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগে অভ্যস্ত ছিল, সেখানে বর্তমানে তা ১%এর নীচে। সরকার, উন্নয়ন সহযোগী ও আমাদের জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই এমন অসাধ্য সাধন করা সম্ভব হয়েছে।

আমাদের আবারও এরকম সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণের সময় এসেছে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমরা দেশে খোলা জায়গায় মলত্যাগের অভ্যাস প্রায় বন্ধ করতে পেরেছি, কিন্তু পরিবেশে অনিয়মিত পয়ঃবর্জ্য নিষ্কাশনের ফলে আমাদের সকল অর্জন এখন হুমকির মুখে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রস্তুতকৃত এই প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামোটি (আইআরএফ-এফএসএম) আবর্জনার যথাযথ ব্যবস্থা ও নিষ্পত্তিকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ (ডিপিএইচই), পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ওয়াসাসমূহ), স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও নগর কর্তৃপক্ষদের কর্মসম্পাদনে নির্দেশনা স্বরূপ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ স্থানীয় সরকার বিভাগের একটি সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

আমরা ইতোমধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের (এসডিজি) অন্তর্ভূক্ত অভীষ্ঠ লক্ষ্য ৬ অর্জনের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছি, যেখানে সবার জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। সরকারের ভিশন ২০২১ ও সার্বজনীন পয়ঃনিষ্কাশনের সুযোগ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেয়। আমি বিশ্বাস করি, আইআরএফ-এফএসএম এই সকল মাইলফলক অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ও অগ্রদূত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে মূখ্য ভূমিকা পালন করবে। এই আইনি কাঠামোটি (IRF) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মকান্ড সম্পাদনে সর্বাত্মক সহায়ক হবে।

এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা ও সার্বক্ষণিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি অতিরিক্ত সচিব (পানি সরবরাহ) সহ স্থানীয় সরকার বিভাগের আমার সকল সহকর্মীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আইআরএফ প্রস্তুত ও জাতির নিকট উপস্থাপনের কষ্টসাধ্য কাজ সম্পাদনে বিরামহীন প্রচেষ্টা গ্রহণে সম্পৃক্ত পলিসি সাপোর্ট ইউনিটে (পিএসইউ) কর্মরত আমার সহকর্মীদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আইআরএফ প্রস্তুতি ও এর বিতরণে পলিসি সাপোর্ট ইউনিটের (পিএসইউ) প্রকল্প পরিচালক তার মূল্যবান সহযোগিতা ও নিষ্ঠা দিয়ে এ ব্যাপারে অমূল্য অবদান রেখেছেন।

অবশেষে, আমাদের সার্বিক প্রচেষ্টায় আইআরএফ কাঠামোটির কার্যকরী বাস্তবায়ন সম্ভব হবে এই প্রত্যাশায় আমি ইহা সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের নিমিত্তে উপস্থাপন করলাম।

আব্দুল মালেক

অতিরিক্ত সচিব (পানি সরবরাহ)
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

অনুক্রমণী

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক 'পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো' (আইআরএফ-এফএসএম) প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও সন্তুষ্ট। বাংলাদেশ সরকার, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী ও জনসাধারণের সম্মিলিত প্রয়াসের ফলে সম্প্রতি খোলা স্থানে মলত্যাগের অভ্যাস প্রায় দূরীকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ অভুতপূর্ব মাইলফলক অর্জন করেছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) ৬.২ এর নির্দেশনা অনুযায়ী, বর্তমান বিশ্বের পয়ঃব্যবস্থা শুধুমাত্র শৌচাগারের ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ নয়।

মলমূত্রের নিরাপদ ও যথাযথ ব্যবস্থাপনার একটি সুলভ, টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী কারিগরি সমাধান হিসেবে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম) প্রায়শই একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হয়। বৈশ্বিক পয়ঃনিষ্কাশন চ্যালেঞ্জ, বিশেষত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ ৬.২ অর্জনে নিরাপদ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা আমাদের জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্র হিসেবে আবির্ভূত হবে।

স্থানিক পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা ও উক্ত সুবিধাপ্রাপ্ত এলাকাসমূহ এবং পাশাপাশি ভূ-গর্ভস্থ নর্দমা নেটওয়ার্ক ও এফএসএম সেবার যৌথ প্রয়াসে সুবিধাপ্রাপ্ত সম্ভাব্য এলাকাসমূহ এই সাংগঠনিক ও আইনি কাঠামোর কার্যক্রমের আওতায় আসবে। আইআরএফ-এর চারটি স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র রয়েছে: মেগাসিটি ঢাকা, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং পল্লী এলাকা। এই কাঠামোর প্রতিটি অংশে এফএসএম সেবা বাস্তবায়নের উপায় ও কর্মপন্থা এবং বিভিন্ন সংগঠন ও কর্তৃপক্ষের নিজ নিজ ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী চিহ্নিত করে। এই কাঠামোতে নির্দেশিত সাংগঠনিক ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী দেশের বিদ্যমান আইন ও নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আর তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নিজেদের চলমান কাজের অংশ হিসেবে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে বিবেচনা করার জন্য স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দেয়।

আমি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), ডিপিএইচই, ওয়াসাসমূহ, ইউনিসেফ ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীসহ এই সেক্টরের সকল স্টেকহোল্ডারদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যারা পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো প্রস্তুত করতে তাদের মূল্যবান পরামর্শ, মতামত ও সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করেছেন। আমি আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্থানীয় সরকার বিভাগের সহকর্মীদেরকে তাদের মূল্যবান অবদানের জন্য। এছাড়াও আইটিএন-বুয়েটকে তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা দিয়ে আইআরএফ প্রস্তুতিতে এবং ইউনিসেফকে আইআরএফ প্রকাশনায় সহায়তা করার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

সবশেষে আমি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো চূড়ান্তকরণে অপরিমেয় প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের পলিসি সাপোর্ট ইউনিটকে সাধুবাদ জানাই। আমি সর্বাত্মক আশাবাদী যে আইআরএফ-এফএসএম এসডিজি ৬.২ অর্জনের এবং এফএসএম-এর অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গতিশীল ভূমিকা রাখবে।

নাসরিন আখতার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

জাতীয় পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ফোরামের ষোড়শ বৈঠকে আইটিএন-বুয়েটের নেতৃত্বে এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়-এর অধীনস্থ স্থানীয় সরকার বিভাগের পলিসি সাপোর্ট ইউনিট (বর্তমান পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা) প্রদত্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা গ্রহণপূর্বক বাংলাদেশে 'পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো' (আইআরএফ-এফএসএম) গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে, আইআরএফ-এফএসএম গঠনে সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) কর্তৃক একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়। সেই থেকে, আইটিএন-বুয়েট জ্ঞান ও বিশেষজ্ঞ মতামত সন্নিবেশকরণ এবং জনগণকে এফএসএম সেবা দানের সঠিক কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য দেশের পয়ঃনিষ্কাশন খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মীবৃন্দ ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে কার্যক্রম শুরু করে।

এই প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামোটি আমাদের দেশে নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিত করার বিষয়কে মূলে রেখে গঠন করা হয়েছে, যা এস ডি জি ৬.২-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। অবস্থানভেদে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, পল্লী এলাকা এবং মেগাসিটি ঢাকার ভিন্নতর প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এফএসএম সেবা বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও দায়িত্ব বিন্যাসে আইআরএফ-এফএসএমকে বহুমাত্রিক অবয়ব ও কর্মপদ্ধতি দেওয়া হয়েছে। এই প্রচেষ্টা এলজিডি'র পলিসি সাপোর্ট ইউনিট (পিএসইউ)-এর উদ্যোগ ব্যতীত সম্পন্ন হতো না; তাদের এই আন্তরিক উদ্যম ও সহায়তার জন্য পলিসি সাপোর্ট ইউনিট-এর প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ মহসীন এবং সহকারী প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুর রউফ এর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। এই কাঠামো বিনির্মাণে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ও ওয়ার্কিং কমিটির কো-চেয়ার (ফোকাল পার্সন) ড. মোঃ মুজিবুর রহমানের অবদান ও নিবিড় সংশ্লিষ্টতা আইটিএন-বুয়েট কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করে। ওয়ার্কিং কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনরত স্থানীয় সরকার বিভাগের পানি সরবরাহ শাখা প্রধানের অবদানের গুরুত্বও আইটিএন-বুয়েট এর নিকট অপরিসীম। এই বিষয়ে বদান্যতা ও প্রবল আগ্রহ প্রদর্শন এবং শুরু থেকেই কুশলী দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য আমরা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব আবদুল মালেকের প্রতিও কৃতজ্ঞ। সদয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য এলজিডির অতিরিক্ত সচিব, মিস নাসরিন আখতারকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ।

উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতিনিধিবৃন্দ, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহ, বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ এবং স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞবৃন্দের কাছে তাঁদের মূল্যবান সময়, বিশেষ দক্ষতা, পাণ্ডিত্য এবং সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে এই কাঠামো প্রণয়নে অবদানের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। দেশের প্রত্যন্ত এলাকার চেয়ারম্যান ও পৌরসভার মেয়রদের প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞ, যারা আইআরএফ-এফএসএম সম্পর্কিত একাধিক সভায় তাঁদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছেন। আইআরএফ এর বাংলা অনুবাদে যারা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞ।

সবশেষে, আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবো সেই সব পয়ঃনিষ্কাশন কর্মীদের প্রতি, যারা এই কাঠামো সম্পন্নকরণে তাঁদের অমূল্য বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আমাদের সঙ্গে বিনিময় করেছেন।

আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি, আইআরএফ-এফএসএম বাস্তবায়ন বাংলাদেশের পয়ঃনিষ্কাশন চিত্রের উন্নতি ঘটাবে এবং এই অঞ্চলের পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আমাদের দেশকে অগ্রদূত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

ড. মুহাম্মদ আশরাফ আলী
প্রফেসর, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং
ডিরেক্টর, আইটিএন-বুয়েট

সূচিপত্র

অধ্যায় ১:	**পটভূমি**	**১**
অধ্যায় ২:	**পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোর উদ্দেশ্য ও পরিধি**	**৩**
অধ্যায় ৩:	**অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ**	**৪**
অধ্যায় ৪:	**প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ বণ্টন**	**৬**
	৪.১ বিদ্যমান আইন, বিধান ও প্রবিধানের ধারণা	৬
	৪.২ প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ	৭
	৪.৩ মাঠ পর্যায়ে আইনি বাধ্যবাধকতা অনুসরণে "পরিবেশ পুলিশ"	১১
	৪.৪ দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা	১১
	৪.৫ সচেতনতা বৃদ্ধি	১২
	৪.৬ কারিগরি এবং তহবিল সহায়তা	১২
অধ্যায় ৫:	**পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার আর্থিক দিক**	**১৩**
	৫.১ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার খরচ	১৩
	৫.২ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার প্রস্তাবিত তহবিল প্রবাহ	১৩

শব্দসংক্ষেপ তালিকা

এআইটি	এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি
বিএআরসি	বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ কাউন্সিল
বিএআরআই	বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট
বিএনবিসি	বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড
বুয়েট	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
সিবিও	কমিউনিটি বেজড্ অর্গানাইজেশন
সিটিও	কালেকশন অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন অপারেটর
ডিএই	ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার এক্সটেনশন
ডিএপি	ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান
ডিএমডিপি	ঢাকা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান
ডিএনসিসি	ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশন
ডিওই	ডিপার্টমেন্ট অব এনভায়রনমেন্ট
ডিপিএইচই	ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়ারিং
ডিএসসিসি	ঢাকা সাউথ সিটি কর্পোরেশন
ডিওয়াসা	ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যুয়ারেজ অথরিটি
এফএসএম	ফিকেল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট
জিওবি	গভর্নমেন্ট অব বাংলাদেশ
আইসিডিডিআর,বি	ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডাইরিয়াল ডিজিজ অ্যান্ড রিসার্চ, বাংলাদেশ
আইইডিসিআর	ইনস্টিটিউট অব এপিডেমিওলজি ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ
আই/এনজিও	ইন্টারন্যাশনাল/নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন
আইটিএন	ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং নেটওয়ার্ক সেন্টার
আইডব্লিউএমআই	ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট
জেএমপি	জয়েন্ট মনিটরিং প্রোগ্রাম
এলজিডি	লোকাল গভর্নমেন্ট ডিভিশন
এলজিইডি	লোকাল গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট
এমওএ	মিনিস্ট্রি অব এগ্রিকালচার
এমওইএফ	মিনিস্ট্রি অব এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ফরেস্ট
এমওএইচএ	মিনিস্ট্রি অব হোম অ্যাফেয়ার্স
এমওএলজিআরডিএন্ডসি	মিনিস্ট্রি অব লোকাল গভর্নমেন্ট, রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কোঅপারেটিভস্
এনএফডাব্লিউএসএস	ন্যাশনাল ফোরাম ফর ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন
এনজিও	নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন
টিএফও	ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটিস অপারেটর
ওয়াসা	ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যুয়ারেজ অথরিটি
ডব্লিউইডিসি	ওয়াটার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, লফবোরাও ইউনিভার্সিটি

শর্তাবলি ও সংজ্ঞা

পয়ঃবর্জ্য: সব ধরনের অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা, যেমন: সেপটিক ট্যাংক, একুয়া প্রিভি, পিট ল্যাট্রিন, কমিউনিটি মাল্টিপ্যাল পিট সিস্টেম ইত্যাদি থেকে অপসারণকৃত বর্জ্য।

সেপটেজ: পয়ঃবর্জ্য, যা সেপটিক ট্যাংকে জমা হয়।

স্যুয়েজ স্লাজ: পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারে শোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে বর্জ্য তৈরি হয়। শিল্পকারখানার বর্জ্যপানি মিশ্রিত থাকায় স্যুয়েজ স্লাজ গৃহস্থ ল্যাট্রিন থেকে সৃষ্ট পয়ঃবর্জ্যের চেয়েও বেশি ক্ষতিকর হতে পারে।

সেপটিক ট্যাংক: একটি জলনিরোধী, বহু প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট এবং সাধারণত মাটির নিচে তৈরিকৃত আধার, যেখানে বাসাবাড়ির বা অন্য ভবন থেকে নির্গত পয়ঃবর্জ্য জমা হয়। এটি মূলত পয়ঃবর্জ্যের কঠিন দ্রব্য পৃথক ও মজুত করে এবং পয়ঃবর্জ্যের জৈব অংশকে আংশিক শোধন করে।

অনসাইট স্যানিটেশন সিস্টেম: স্যানিটেশন অবকাঠামো যা গৃহস্থালি চত্বর থেকে মানুষের পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, মজুত এবং অপসারণ করার জন্য নির্মিত হয় এবং যার মধ্যে রয়েছে সেপটিক ট্যাংক পদ্ধতিসহ বিভিন্ন ধরনের পিট ল্যাট্রিন।

বর্জ্য অপসারণ: একটি প্রক্রিয়া, যা সেপটিক ট্যাংক, পিট ল্যাট্রিন অথবা বর্জ্যপানি পরিশোধনাগার থেকে জমাকৃত স্লাজ/সেপটেজ অপসারণ করাকে বোঝায়।

গৃহস্থালি স্যুয়েজ: অপরিশোধিত পয়ঃবর্জ্য সংবলিত পানি, যা আবাসিক এবং বাণিজ্যিক উৎস থেকে আসে। গৃহস্থালির বর্জ্য পানিতে শিল্পকারখানা অথবা অন্য ক্ষতিকর বর্জ্যের মিশ্রণ থাকে না।

পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা: একটি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে বর্জ্যপানি একটি পাইপ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংগ্রহ করে পরিশোধনাগার পর্যন্ত বহন করা হয় এবং পরিশোধনের পরে পরিশোধিত পানি নিষ্কাশন করা হয়। এর মধ্যে বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন এবং বর্জ্য পাম্প করার মতো সকল অবকাঠামো অন্তর্ভুক্ত।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা: এটি সেপটেজ ব্যবস্থাপনা নামেও পরিচিত। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সেপটিক ট্যাংক, পিট ল্যাট্রিন এবং বর্জ্যপানি পরিশোধনাগার থেকে সৃষ্ট বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন, পরিশোধন এবং অপসারণের বিভিন্ন প্রযুক্তি ও পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বায়োসলিডস্: সাধারণত পরিশোধিত পয়ঃবর্জ্য অথবা পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারে পরিশোধিত বর্জ্য পদার্থ হচ্ছে বায়োসলিডস্। সাধারণত বায়োসলিডসে নিঃশেষিত জৈব উপাদান এবং মৃত অনুজীব থাকে, যা জৈব সার বা মাটির কন্ডিশনার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

অধ্যায় ১

পটভূমি

বাংলাদেশে ঢাকা নগরীর কিছু এলাকা বাদে প্রায় সর্বত্রই অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা বিদ্যমান এবং এর ফলে সেপটিক ট্যাংক এবং পিট ল্যাট্রিনসমূহে (অফ পিট/পোর-ফ্লাশ ল্যাট্রিন) প্রচুর পরিমাণে পয়ঃবর্জ্য জমা হয়, যার ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত নাজুক ও ঝুঁকিপূর্ণ। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা না থাকায় বিশেষত শহর এলাকায় মারাত্মক পরিবেশ দূষণ হচ্ছে, যা জনস্বাস্থ্য ও অর্থনীতি উভয়কেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে। ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ছাড়াও দেশে বর্তমানে আরো ৯টি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে। এগুলো হচ্ছে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর, কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ অনুসারে বর্তমান জনসংখ্যা, জনসংখ্যার ঘনত্ব, স্থানীয় আয়ের উৎস, অর্থনৈতিক গুরুত্ব, অবকাঠামো উন্নয়নের সম্ভাবনা এবং সম্প্রসারণ, পৌরসভার বর্তমান আয় ও জনমতসহ অন্যান্য বিষয়াবলি বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার বিদ্যমান পৌরসভা শহরকে নতুন সিটি কর্পোরেশনে রূপান্তরিত করতে পারে।

সিটি কর্পোরেশনগুলোর (৯টি) সকল এলাকা অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল, যার মধ্যে রয়েছে সেপটিক ট্যাংক পদ্ধতি এবং বিভিন্ন ধরনের পিট ল্যাট্রিন। নগরীর মধ্যম এবং উচ্চ আয়ের এলাকাগুলোতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেপটিক ট্যাংক পদ্ধতি (সেপটিক ও সোক পিট দিয়ে গঠিত) রয়েছে। তবে অধিক জনসংখ্যার জন্য পানি বেশি ব্যবহৃত হয় এবং বর্জ্যপানিও বেশি উৎপন্ন হয়; যার কারণে সেপটিক ট্যাংকসমূহ বর্জ্য পানি থেকে কঠিন বর্জ্য কার্যকরভাবে আলাদা করতে পারে না এবং তাড়াতাড়ি ভর্তি হয়ে যায়। সেপটিক ট্যাংকের এই বিপুল পরিমাণ তরল স্যুয়েজ সোক পিটসমূহ শুষে মাটির অভ্যন্তরে নিতে পারে না বিধায় সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিট উপচে পড়া একটি সাধারণ ঘটনা।

বাসাবাড়ির বর্জ্যপানি ও আবর্জনা এলাকা থেকে অপসারণের জন্য তা বৃষ্টির পানির নর্দমায় (স্টর্ম ড্রেইন) ফেলা নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে, বাসাবাড়ির পয়ঃবর্জ্য ও বর্জ্যযুক্ত পানি সেপটিক ট্যাংকে সংযোগের পরিবর্তে সরাসরি বৃষ্টির পানির নর্দমার মধ্যে অপসারণ করা হয়। ফলে ঐসব এলাকার পয়ঃবর্জ্য বৃষ্টির পানির নর্দমার (স্টর্ম ড্রেন) মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়; যা বৃষ্টির পানির সঙ্গে মিশে নগরীর মধ্যে অবস্থিত খাল/নিচু এলাকায় অপসারিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত তা আশপাশের নদীতে গিয়ে মিশে। এটি ব্যাপক পরিবেশ দূষণ এবং মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি করছে, যার ক্ষতিকর প্রভাব নগরীর ভেতর এবং বাইরেও পরিলক্ষিত হয়।

বস্তি এবং নিম্ন আয়ের এলাকাতে সাধারণত অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা হিসেবে বিভিন্ন ধরনের পিট ল্যাট্রিন দেখা যায়; তবে, কিছু এলাকাতে সেপটিক ট্যাংক পদ্ধতিও দেখা যায়। বস্তি এবং নিম্ন আয়ের জনগণ সাধারণত শহরতলি/আশপাশের নিম্ন এলাকাতে বসবাস করে। বস্তি এলাকাতে, স্থান ও সম্পদের সীমাবদ্ধতার জন্য সাধারণত একটি ল্যাট্রিন অনেক পরিবার ব্যবহার করে। ফলে, ল্যাট্রিনের পিটটি (সেপটিক ট্যাংকগুলো) পয়ঃবর্জ্য দ্বারা তাড়াতাড়ি ভর্তি হয়ে যায় এবং নিয়মিত পয়ঃবর্জ্য অপসারণ না করলে এই সকল ল্যাট্রিন ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। যা বস্তি এবং নিম্ন আয়ের এলাকাগুলোতে স্যানিটেশন ব্যবস্থা টেকসই করাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে ।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মধ্যে অনসাইট স্যানিটেশনসহ **এফএসএম** সেবার সকল চেইন (পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ করা থেকে পরিশোধন এবং অপসারণ করা পর্যন্ত) অন্তর্ভুক্ত যা চিত্র ১-এ দেখানো হলো। যদিও সিটি কর্পোরেশন এলাকাসমূহে সেপটিক ট্যাংক পদ্ধতি এবং বিভিন্ন ধরনের পিট ল্যাট্রিনের প্রাধান্য দেখা যায়, তথাপি অনসাইট স্যানিটেশন পদ্ধতির নকশা, নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ সাধারণত নিম্নমানের হয়। সচরাচর, ল্যাট্রিন ব্যবহারকারির সংখ্যা বিবেচনা না করে এবং কতদিন পর পর পরিষ্কার করা হবে তা নকশায় উল্লেখ না করে গতানুগতিক পদ্ধতিতে রাজমিস্ত্রির মাধ্যমে সেপটিক ট্যাংক নির্মাণ করা হয়। অনেকক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংকে যথাযথভাবে ইনলেট ও আউটলেট (যেমন: T) থাকে না। অনেক ক্ষেত্রেই সেপটিক ট্যাংকের বর্জ্যপানি অপসারণ করার জন্য সোক পিট থাকে না। যদিও যথাযথভাবে বানানো দুই পিট বিশিষ্ট পোর-ফ্লাশ ল্যাট্রিন (Twin-pit offset pour-flush latrine) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য খুবই উপযোগী, কিন্তু সচেতনতার অভাবে এই প্রযুক্তি ব্যাপক পরিসরে ব্যবহার করা হয় না।

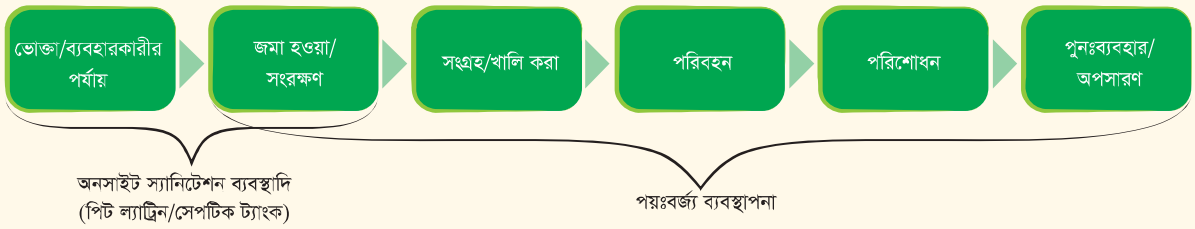

চিত্র ১: পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপাদানসমূহ

পিট বা সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারের জন্য সাধারণত নির্দিষ্ট কোনো সময়সূচি অনুসরণ করা হয় না। যখন পিট বা সেপটিক ট্যাংক ভরে উপচে পড়ে তখন তা খালি করা হয়। ম্যানুয়াল (সনাতন) পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য খালি করা হয়, যদিও কোনো কোনো বড় শহরে সীমিত আকারে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ বা খালি করার ব্যবস্থা আছে। পিট বা সেপটিক ট্যাংকের পয়ঃবর্জ্য সম্পূর্ণভাবে বা কার্যকরভাবে অপসারণ করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রক্রিয়ায় (ম্যানুয়াল ও যান্ত্রিকভাবে দুই পদ্ধতিতেই) অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। সেপটিক ট্যাংক ও পিটের অবস্থান ও কাঠামো ত্রুটিপূর্ণভাবে করার ফলে প্রায়শই পিট ও সেপটিক ট্যাংক পর্যন্ত পৌঁছা এবং সেখান থেকে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও নিষ্কাশন করা সহজ হয় না। ম্যানুয়াল (সনাতন) পদ্ধতিতে যারা সেপটিক ট্যাংক/পিট খালি করে তাদের পেশাগত স্বাস্থ্যঝুঁকি একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয়। সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য সচরাচর কাছাকাছি কোনো খোলা ড্রেন, নিচু এলাকায় অথবা জলাধারে ফেলা হয়।

জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশের সুরক্ষার জন্য পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্বের ব্যাপারে সমাজের সকল স্তরে সচেতনতার অভাব রয়েছে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সিটি কর্পোরেশনসমূহে, বিশেষ করে নতুন কর্পোরেশনসমূহে সম্পদ ও প্রশিক্ষিত জনবল উভয়েরই অভাব রয়েছে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য সিটি কর্পোরেশনসমুহে জনবল কাঠামোতে আলাদা কোনো শাখা বা বিভাগ নেই। যদিও স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশনগুলো পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, তবু জনসচেতনতা বৃদ্ধি, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো উন্নয়ন এবং কার্যকর পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের (যেমন: সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ এবং গণমাধ্যম) সম্পৃক্ততা এবং সহযোগিতা প্রয়োজন।

অধ্যায় ২

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোর উদ্দেশ্য ও পরিধি

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোর (সিটি কর্পোরেশন) প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ছাড়া সকল সিটি কর্পোরেশনকে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করা। বিশেষভাবে এই কাঠামোর মাধ্যমে:

(ক) সিটি কর্পোরেশনে (ঢাকা ছাড়া) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা বাস্তবায়নের উপায় ও মাধ্যমসমূহ চিহ্নিত করা; এবং

(খ) কার্যকর পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্টেকহোল্ডার, বিশেষত সিটি কর্পোরেশনসমূহের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ নির্ধারণ করা।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক এই কাঠামোতে প্রধানত স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ (সংশোধিত ২০১০)-এর উপর ভিত্তি করে প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে, যা সকল সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকা ও দায়িত্ব বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান এবং নিয়ন্ত্রণ করে। তবে, স্থানীয় সরকার বিভাগ/সিটি কর্পোরেশন (এই কাঠামোতে উল্লেখিত) প্রয়োজনে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি/প্রবিধান/উপ-আইন (সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ কাঠামোর মধ্য থেকে) তৈরি করতে পারবে।

শুধুমাত্র অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহ এই **এফএসএম** কাঠামোর আওতাভুক্ত হবে। যদি সিটি কর্পোরেশনের কোনো অংশে প্রচলিত স্যুয়ারেজ সিস্টেম চালু করা হয়, তাহলে এই কাঠামো সিটি কর্পোরেশনের ঐ অংশের জন্য প্রযোজ্য হবে না। তবে সিটি কর্পোরেশনে বা এর কোনো অংশে যদি Small bore sewerage system (SBS) চালু হয়, তাহলে SBS সিস্টেম এর আওতাভুক্ত এলাকাসমূহ এই **এফএসএম** কাঠামোর আওতাধীনেই থাকবে।

অধ্যায় ৩

অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

কার্যকর পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার পূর্বশর্ত হচ্ছে একটি সুনির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। কার্যকর, নিরাপদ ও টেকসই পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বিদ্যমান আঞ্চলিক অবস্থা, দক্ষতা, সামর্থ্য ও অঙ্গীকারের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠানসমূহের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন। যেহেতু সমগ্র **এফএসএম** সেবা ব্যবস্থার উপাদানসমূহ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তাই প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত হওয়া এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় থাকা জরুরি।

উপরে বর্ণিত বিষয়ের আলোকে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সামগ্রিক পরিকল্পনা, উন্নয়ন, বাস্তবায়ন, অনুশীলন এবং মনিটরিং ও মূল্যায়নে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য নিচের প্রতিষ্ঠানসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে।

(ক) **মন্ত্রণালয়সমূহ:** এই পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার (এফএসএম) প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামোটি অনুমোদন করা; তহবিল নিশ্চিত করা; সংশ্লিষ্ট লাইন এজেন্সিসমূহের (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ওয়াসা) মাধ্যমে কারিগরি সহায়তা প্রদান; পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন; আইন, নীতিমালা, কৌশল এবং নির্দেশনাসমূহের প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরাম (এনএফডাব্লিউএসএস)-এর মাধ্যমে মনিটরিং করা।

- স্থানীয় সরকার বিভাগ; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়: **নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়**
- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- কৃষি মন্ত্রণালয়
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
- গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়
- তথ্য মন্ত্রণালয়
- বিদ্যুৎ ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়
- শিল্প মন্ত্রণালয়
- নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
- রেলপথ মন্ত্রণালয়
- ভূমি মন্ত্রণালয়
- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
- আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(খ) **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং লাইন এজেন্সিসমূহ:** সমগ্র পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (**এফএসএম**) বাস্তবায়ন করা

- সিটি কর্পোরেশন - পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব
- ওয়াসাসমূহ (চট্রগ্রাম, রাজশাহী এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশন) - সহযোগী ভূমিকা
- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) - সহযোগী ভূমিকা
- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) - সহযোগী ভূমিকা
- নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ - সহযোগী ভূমিকা

(গ) **দক্ষতা বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ: এফএসএম** সেবা চেইনে বিভিন্ন স্তরে জ্ঞানের ঘাটতি পূরণ, কারিগরি সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং এর বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও উৎপাদিত পণ্যের (কম্পোস্ট) গুণগত মান নিশ্চিতকরণের জন্য গবেষণা সহায়তা প্রদান।

- মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট লাইন এজেন্সিসমূহ
- আইটিএন-বুয়েট, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ
- বিএআরআই, বিআরআরআই, বিএআরসি, এসডিআরআই, আইইডিসিআর, আইসিডিডিআর,বি
- আন্তর্জাতিক গবেষণা/প্রশিক্ষণ সংস্থাসমূহ (যেমন: সেনডেক, ইএডাব্লিউএজি, ওয়েডেক, এআইটি, আইএইচই, আইডাব্লিউএমআই)
- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) - সহযোগী ভূমিকা
- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলডিইডি) - সহযোগী ভূমিকা
- উন্নয়ন সহযোগী
- আন্তর্জাতিক/দেশীয় বেসরকারি সংস্থা (I/NGO)
- প্রাইভেট সেক্টর

ঘ) **সচেতনতা বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ:** সচেতনতা অভিযানে সহায়তা প্রদান, প্রাইভেট সেক্টরের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা, **এফএসএম** ব্যবসার বিভিন্ন মডেল উপস্থাপন, কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন করা, কারিগরি সহায়তা প্রদান, গবেষণা ও উন্নয়ন সহায়তা এবং তহবিল প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান।

- মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট লাইন এজেন্সিসমূহ
- বাংলাদেশ আরবান ফোরাম
- উন্নয়ন সহযোগী
- আন্তর্জাতিক/দেশীয় বেসরকারি সংস্থা (I/NGO)
- সুশীল সমাজ সংগঠন (CSO), কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO)
- গবেষণা প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
- গণমাধ্যম (মুদ্রণ, ইলেকট্রনিক) এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম
- প্রাইভেট সেক্টর

অধ্যায় ৪

প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ বণ্টন

অনুচ্ছেদ ৪.১: বিদ্যমান আইন, বিধান ও প্রবিধানের ধারণা

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ (যা সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ হিসেবে বিবেচিত)-এর ৪১ ধারায় সিটি কর্পোরেশনের দায়দায়িত্ব এবং কার্যক্রমসমূহ উল্লেখ আছে এবং তফসিল ৩-এ কার্যাবলি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

সিটি কর্পোরেশন আইন, ২০০৯-এর তফসিল ৩-এর ১ ধারার ১.৪ উপধারায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, "সিটি কর্পোরেশন-এর *সীমানা এলাকায় অবস্থিত সকল জনপথ, পাবলিক টয়লেট, প্রস্রাবখানা, নর্দমা এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকার সমস্ত বাসাবাড়ি এবং ভবন বা অর্পিত বা পতিত ভূমি হতে আবর্জনা সংগ্রহ এবং অপসারণ করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে*"।

বর্ণিত আইনের তফসিল ৩-এর উপধারা ১.৮-এ বর্ণনা করা আছে যে, "সিটি কর্পোরেশন *মহিলা ও পুরুষ ব্যবহারকারীদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ও ব্যবহার উপযোগী পৃথক পৃথক পাবলিক টয়লেট ও প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা করবে এবং এগুলো সচল রাখার জন্য যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করবে*"।

তফসিল ৩-এর উপধারা ১.৯-এ বর্ণনা করা আছে যে, যেসব বসতবাড়িতে পায়খানা বা প্রস্রাবখানা আছে সেসব বসতবাড়ির ব্যক্তিমালিকগণ সিটি কর্পোরেশনের সন্তুষ্টি মোতাবেক পায়খানা বা প্রস্রাবখানা যথাযথভাবে/সঠিক অবস্থায় রাখবে।

বর্ণিত আইনের তফসিল ৩-এর উপধারা ১.১০ মোতাবেক কোনো বসতবাড়িতে পায়খানা বা প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা না থাকলে বা পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকলে বা কোনো আপত্তিকর স্থানে পায়খানা ও প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা থাকলে সিটি কর্পোরেশন উক্ত বসতবাড়ির মালিককে নিম্নলিখিত বিষয়ে নোটিশ প্রদান করবে:

(ক) প্রয়োজনীয় পায়খানা ও প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা করা

(খ) পায়খানার বা প্রস্রাবখানার মান উন্নয়ন করা

(গ) অপ্রয়োজনীয় পায়খানা ও প্রস্রাবখানা অপসারণ করা এবং

(ঘ) যেখানে ভূগর্ভস্থ পয়ঃনিষ্কাশন নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা আছে, সেখানে পরিষ্কারযোগ্য পায়খানা বা প্রস্রাবখানাকে পয়ঃনিষ্কাশন নেটওয়ার্কের সঙ্গে যথাযথভাবে সংযুক্ত করা।

যদিও সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯-এ "ফিকাল স্লাজ" কথাটি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই (কারণ সে সময়ে এই কথাটির ব্যাপক প্রচলন ছিল না), তবু এটা পরিষ্কার যে, ফিকাল স্লাজ বা পয়ঃবর্জ্য (সিটি কর্পোরেশন আইন অনুযায়ী পাবলিক টয়লেট ও প্রস্রাবখানা, নর্দমা এবং সমস্ত দালানকোঠা ও ভূমিতে জমাকৃত ময়লা) ব্যবস্থাপনার কাজটি সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্বে বর্তায়।

এটা স্পষ্ট যে, সিটি কর্পোরেশন ঐসব দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯-এর বিধি মোতাবেক সম্পাদন করবে। পয়ঃবর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনায় যদি সিটি কর্পোরেশন প্রয়োজন মনে করে, তাহলে সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯-এ বর্ণিত (ধারা ১২০, ১২১, এবং ১২২) তফসিল ৬, ৭ এবং ৮ মোতাবেক সিটি কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় "বিধি", "প্রবিধি" এবং "উপ-আইন" তৈরি করতে পারবে।

উদাহরণস্বরূপ, সিটি কর্পোরেশন আইন, ২০০৯-এর তফসিল ৭ মোতাবেক সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন বিষয়ের ন্যায় "প্রবিধান" তৈরি করতে পারবে, যেমন: "স্বাস্থ্য পদ্ধতি ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি ও খানা পরিদর্শন; বসতবাড়ির মালিক কর্তৃক ময়লা-আবর্জনা অপসারণ ও পরিষ্কার করা; সরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন ল্যাট্রিন ও প্রস্রাবখানা রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিদর্শন করা; জনগণের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং হরিজনদের (সুইপার) লাইসেন্স প্রদান করা"।

পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৯৬, যা ওয়াসা আইন ১৯৯৬ হিসেবে বিবেচিত; এর ১৭ ধারার উপধারা (২)-এ সুস্পষ্টভাবে কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত প্রধান দায়দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা আছে: (ক) পানীয় জল নিষ্কাশন/সংগ্রহ, পরিশোধন, পাম্পিং, সংরক্ষণ এবং সরবরাহ করার জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্মাণ, উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা, (খ) স্যানিটারি সুয়েজ এবং শিল্পকারখানার তরল বর্জ্য সংগ্রহ, পাম্পিং, পরিশোধন এবং অপসারণের জন্য পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার নির্মাণ,

উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা (গ) কর্তৃপক্ষের মতামতের ভিত্তিতে অপ্রয়োজনীয় বা অকেজো নর্দমা বা নালা বন্ধ বা পরিত্যক্ত ঘোষণা করা (ঘ) বৃষ্টির পানি অপসারণের জন্য নর্দমা নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা।

তবে ওয়াসা আইন ১৯৯৬-এ অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা যেমন: পিট ল্যাট্রিন বা সেপটিক ট্যাংক খালি করা, বর্জ্য সংগ্রহ, বহন, পরিশোধন এবং অপসারণ এবং/অথবা অনসাইট ব্যবস্থাদি থেকে উৎপাদিত পয়ঃবর্জ্যের পুনঃব্যবহার করার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের দায়িত্বের কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই।

অনুচ্ছেদ ৪.২: প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ

উপ-অনুচ্ছেদ ৪.২.১: পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবায় সামগ্রিক দায়িত্বসমূহ

(১) সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯-এর বিধি মোতাবেক, সিটি কর্পোরেশন তার কর্মপরিধি এলাকায় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করবে (সেবা প্রদানের জন্য ব্যবসায়িক মডেলসহ)। আইন মোতাবেক পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো এবং সেবার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য সিটি কর্পোরেশনসমূহ ওয়াসা (যেখানে প্রযোজ্য), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রাইভেট সেক্টর এবং বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে একত্রে কাজ করতে পারবে। সিটি কর্পোরেশনের পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর রূপরেখা ২ নম্বর চিত্রে দেখানো হলো।

(২) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা বাস্তবায়নের জন্য সিটি কর্পোরেশন তার মাস্টার প্ল্যানে (সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯-এর তফসিল ৩ মোতাবেক প্রস্তুতকৃত বা প্রণয়ন চলমান রয়েছে এমন) অবকাঠামো (যেমন: পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার) অন্তর্ভুক্ত করবে।

(৩) সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯-এর ধারা ৫০-এর উপধারা (২) মোতাবেক সিটি কর্পোরেশন পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করবে । এই কমিটি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা সম্পর্কিত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের কাজ তদারকি করবে। প্রয়োজনে এবং প্রাপ্যতা সাপেক্ষে একজন স্যানিটেশন/**এফএসএম** বিশেষজ্ঞকে এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে (সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯-এর ৫০ ধারা-এর ৯ উপধারা মোতাবেক)।

(৪) সিটি কর্পোরেশন সকল সরকারি, বেসরকারি, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ, কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন এবং প্রাইভেট সেক্টরের সঙ্গে সকলের অংশগ্রহণমূলক (ইনক্লুসিভ) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

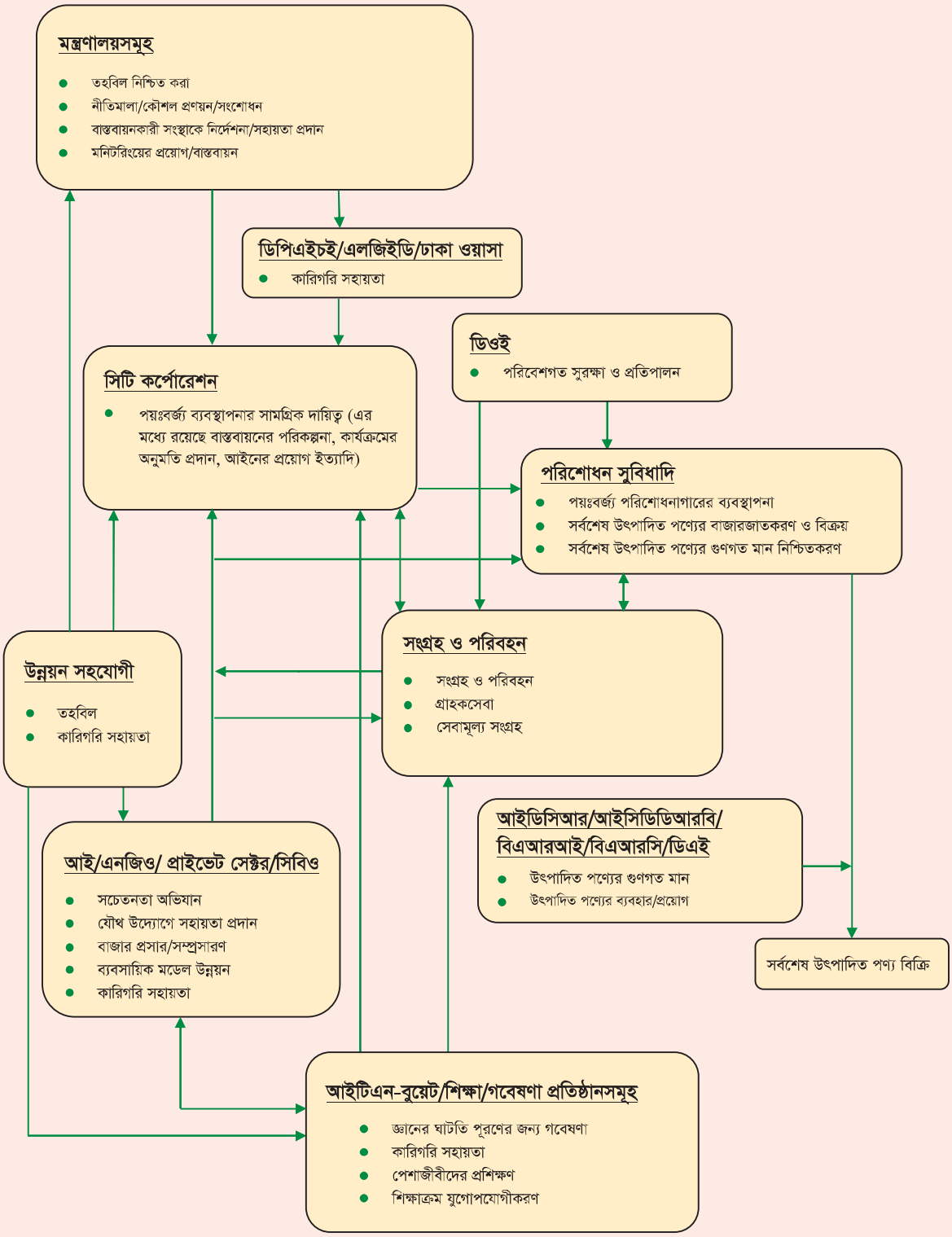

চিত্র ২: ঢাকা নগরীর জন্য পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা

উপ-অনুচ্ছেদ ৪.২.২: স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির এবং স্যুয়েজ/বর্জ্য পানি/"আবর্জনা" অপসারণের যথাযথ নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণ

নতুন নির্মাণ:

(১) যখন ভবনের নকশা অনুমোদন করা হবে, তখন সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ (সিটি কর্পোরেশন বা নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ যেমন: সিডিএ, আরডিএ, কেডিএ) স্যানিটেশন ব্যবস্থা (যেমন: সেপটিক ট্যাংক)-এর নকশা এবং এর অবস্থান পরীক্ষা করবে (এটা সুনিশ্চিত করতে হবে যে সেখানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহের জন্য সহজে যাওয়া যাবে)।

(২) সেপটিক ট্যাংক ব্যবস্থার (সেপটিক ট্যাংক এবং সোক পিট) নকশা পরীক্ষা করার জন্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুসরণ করতে হবে। পিট ল্যাট্রিনের ক্ষেত্রে, যেখানে শর্ত পূরণ হয় (প্রয়োজনীয় ভূমি আছে), সেখানে সিটি কর্পোরেশন দুই পিট বিশিষ্ট পোর-ফ্লাশ ল্যাট্রিনের ব্যবহার উৎসাহিত করবে, যা পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধান প্রদান করবে (যদি এই প্রযুক্তিগুলোর নকশা, নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ যথাযথভাবে হয়)।

(৩) উপরে উল্লেখিত ১ নম্বর কাজটি নিশ্চিত করার জন্য সিটি কর্পোরেশন/স্থানীয় সরকার প্রয়োজনীয় নীতিমালা/প্রবিধান/উপ-আইনসমূহ প্রণয়ন করবে।

(৪) সিটি কর্পোরেশন উপরে উল্লেখিত ১ নম্বর কাজটি (অর্থাৎ স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির নকশা, অবকাঠামো নিরীক্ষা) সম্পাদনার জন্য প্রাইভেট সেক্টর বা বেসরকারি সেক্টরকে নিয়োজিত করতে পারবে।

বিদ্যমান/নির্মিত ইমারতসমূহ:

(১) কোনো নতুন ভবন নির্মাণকালে অথবা পুরাতন ভবনের মেরামতকাজ চলাকালে সিটি কর্পোরেশন পরীক্ষা করবে যে, ভবনের স্যানিটেশন ব্যবস্থাদি নির্ধারিত স্থানে আছে কিনা এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী তা নির্মিত হচ্ছে কিনা। যদি এ ব্যাপারে কোনো বিচ্যুতি পাওয়া যায় তখন সিটি কর্পোরেশন ভবন মালিককে স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী পুনঃনির্মাণ করার নির্দেশ দিবে।

(২) যেসব ভবনে/ বাসাবাড়িতে স্যানিটেশন ব্যবস্থা (ল্যাট্রিন ও প্রস্রাবখানা) নাই বা অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থা রয়েছে বা যথাযথ স্থানে স্যানিটেশন ব্যবস্থা নেই, সেসব ভবন/বসতবাড়ির মালিককে স্যানিটেশন ব্যবস্থাদি পুনরায় নির্মাণ করার জন্য অথবা অযাচিত স্থান থেকে সরানোর জন্য সিটি কর্পোরেশন নোটিশ জারি করবে।

(৩) সিটি কর্পোরেশন নির্মিত ভবনের স্যানিটেশন ব্যবস্থাদি যাচাই-বাছাই ও পরিদর্শনকাজ পরিচালনার জন্য প্রাইভেট সেক্টর বা বেসরকারি সংস্থাসমূহকে নিয়োজিত করতে পারবে।

স্যুয়েজ/বর্জ্যপানি/আবর্জনা অপসারণ:

(১) সিটি কর্পোরেশনসমূহ যথাযথ পরিদর্শনের মাধ্যমে নিশ্চিত করবে যে গৃহস্থালি বর্জ্য, বর্জ্যপানি এবং গৃহের স্যুয়েজ/ বৃষ্টির পানির ড্রেন বা নালার সঙ্গে না মিশে এবং পয়ঃবর্জ্য সড়কের উপর, উন্মুক্ত স্থানে অথবা এ ধরনের বর্জ্য ফেলার জন্য নির্ধারিত নয়, এমন স্থানে ফেলা না হয়। এসকল কাজ সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

(২) সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ মোতাবেক সিটি কর্পোরেশনসমূহ উপরোক্ত অপরাধের জন্য শাস্তি আরোপ করবে। সিটি কর্পোরেশন গৃহস্থালি বর্জ্য/বর্জ্যপানি যথাযথভাবে ডিজাইনকৃত সেপটিক ট্যাংক ব্যবস্থার মধ্যে ফেলার নির্দেশ প্রদান করবে। সেপটিক ট্যাংক থেকে নির্গত পানি (ইফলুয়েন্ট) বৃষ্টির পানির ড্রেনে অপসারণ করা যেতে পারে। যতদিন পর্যন্ত পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার তৈরি না হয়, ততদিন পর্যন্ত সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক অনুমোদিত কোনো জমিতে গভীর পিট বা গর্ত করে ফেলতে হবে এবং পিট পয়ঃবর্জ্য দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেলে তা মাটি দিয়ে যথাযথভাবে ঢেকে দিতে হবে।

(৩) স্যুয়েজ/বর্জ্যপানি/আবর্জনা অপসারণের অনৈতিক চর্চা চিহ্নিতকরণে সিটি কর্পোরেশনসমূহ পরিদর্শন/জরিপকাজ পরিচালনার জন্য প্রাইভেট সেক্টর বা বেসরকারি সংস্থাসমূহকে নিয়োজিত করতে পারবে।

(৪) ট্রেন ও নৌযান থেকে পয়ঃবর্জ্য যেন সরাসরি পরিবেশে না ফেলা হয় তা নিশ্চিতকরণে যথাযথ পরিকল্পনা/কর্মসূচি প্রণয়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ/সিটি কর্পোরেশনসমূহ রেলপথ মন্ত্রণালয় ও নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কাজ করবে।

উপ-অনুচ্ছেদ ৪.২.৩: পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন

(১) সিটি কর্পোরেশন পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহনসহ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার সামগ্রিক চেইনসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে। সিটি কর্পোরেশন পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহনের কাজটি এমনভাবে করবে, বা যারা এ কাজটি করছে তাদের কাজকে এমনভাবে তদারকি করবে, যাতে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহনের কাজটি করা হয় এবং এ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের কোনো স্বাস্থ্যহানি না ঘটে এবং সেই সঙ্গে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের উপর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয়।

(২) পিট খালি করার কাজটির মধ্যে "সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের জন্য নির্ধারিত স্থানে পরিবহন করার বিষয়টিও" অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সিটি কর্পোরেশন এটা নিশ্চিত করবে যে সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য শুধুমাত্র নির্ধারিত স্থানসমূহে পরিশোধন এবং অপসারণের জন্য পরিবহন করা হচ্ছে এবং সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য কখনোই কোনো উন্মুক্ত স্থানে, জলাশয়ে, নালায় বা নর্দমায় ফেলা হচ্ছে না (যা সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধ)।

(৩) সিটি কর্পোরেশন সেবা ক্রয় হিসেবে অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা থেকে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ এবং পরিবহন করার জন্য প্রাইভেট সেক্টর বা বেসরকারি সেক্টরকে প্রয়োজনে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমেও নিয়োজিত করতে পারবে।

(৪) পিট পয়ঃবর্জ্য খালি করার কাজে নিয়োজিত কর্মীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে সিটি কর্পোরেশন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পিট পয়ঃবর্জ্য খালিকরণ সেবা চালু ও তার প্রসার ঘটাবে। ম্যানুয়াল (সনাতন) পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য খালিকরণের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (প্রচলিত নিয়মে পিট পরিষ্কারকারী/পরিচ্ছন্নতা কর্মী) যথাযথ প্রশিক্ষণ ও সহায়তা সেবা দিয়ে সিটি কর্পোরেশন তাদেরকে আধুনিক পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবায় অন্তর্ভুক্ত করে নিবে, যাতে সিটি কর্পোরেশন আধুনিক পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা চালু করার ফলে বর্তমানে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবায় নিয়োজিত কর্মীদের কর্মসংস্থানের কোনো ক্ষতি না হয়।

(৫) পিট পয়ঃবর্জ্য খালিকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে অনেক ঝুঁকি রয়েছে এবং এজন্য সিটি কর্পোরেশন পিট পয়ঃবর্জ্যের খালিকরণ সেবার জন্য স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নির্দেশাবলি অনুসরণ বাধ্যতামূলক করবে। যতদিন পর্যন্ত ঐ রকম স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নির্দেশাবলি তৈরি এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত না হয় ততোদিন পর্যন্ত সিটি কর্পোরেশনে এই বিষয়ক যেসকল নির্দেশাবলি রয়েছে তা অনুসরণ করবে।

(৬) সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯-এর ধারা ৮২ এবং তফসিল ৪ মোতাবেক সিটি কর্পোরেশন স্যানিটেশন ব্যবস্থা থেকে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহনের জন্য মূল্য নির্ধারণ করতে পারবে। যদি সিটি কর্পোরেশনে কোনো পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা চালু থাকে এবং সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের জন্য ঐ পরিশোধন কেন্দ্রে পরিবহন করা হয়, তাহলে সিটি কর্পোরেশন পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহনের জন্য মূল্য ধার্য করার ক্ষেত্রে **এফএসএম** সেবার সকল ধাপসমূহ (যেমন: পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ থেকে পরিশোধন পর্যন্ত) বিবেচনায় রাখবে।

(৭) অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থাসমূহ থেকে যথাযথভাবে, সময়মতো এবং নিয়মিত পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণের জন্য সিটি কর্পোরেশন তার আওতাভূক্ত এলাকায় অবস্থিত স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং সম্ভাব্য কতদিন পর পর তা খালি করতে হবে তা নির্দিষ্ট করে তার একটি তথ্য-ভান্ডার তৈরি করবে। যখন কোনো সিটি কর্পোরেশন এলাকায় একবার সমগ্র পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা (অর্থাৎ, সংগ্রহ থেকে পরিশোধন/অপসারণ পর্যন্ত) চালু হবে তখন সকল অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থাদি থেকে সময়মতো এবং কার্যকরভাবে পয়ঃবর্জ্য খালি করার কাজে এই তথ্য-ভান্ডার ব্যবহার করা হবে। সিটি কর্পোরেশন যে সমস্ত বসতবাড়ি ও প্রতিষ্ঠান পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা গ্রহণ করেছে তাদেরও একটি তথ্য ভান্ডার তৈরি করবে।

উপ-অনুচ্ছেদ ৪.২.৪: পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন, অপসারণ এবং পুনঃব্যবহার

(১) পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন, অপসারণ এবং পুনঃব্যবহারসহ সমগ্র পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সিটি কর্পোরেশন দায়িত্বে থাকবে। সিটি কর্পোরেশন এই কাজগুলো নিজে বাস্তবায়ন করবে অথবা অন্য কেউ করলে তা তদারকির মাধ্যমে নিশ্চিত করবে যে, কাজসমূহ (যেমন: নির্গত তরল বর্জ্য অপসারণ বা উৎপাদিত কম্পোস্টের গুণগত মান) বিদ্যমান নিয়ম ও নীতি মেনেই বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং এতে জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না।

(২) যতদিন পর্যন্ত পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা নির্মিত না হয়, ততোদিন পর্যন্ত পয়ঃবর্জ্য (যা অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা থেকে খালিকৃত) সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত কোনো জমি বা এলাকাতে গর্ত করে ফেলতে হবে এবং গর্ত পূর্ণ হয়ে গেলে তা মাটি দিয়ে যথাযথভাবে ঢেকে দিতে হবে।

(৩) পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে পারে।

(৪) সিটি কর্পোরেশন পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন এবং অপসারণ, এবং সর্বশেষ পর্যায়ে উৎপাদিত পণ্য ব্যবহার/বাজারজাত করার জন্য প্রাইভেট সেক্টর বা বেসরকারি সেক্টরকে (আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে) নিয়োজিত করতে পারবে। এই কাঠামোর উপ-অধ্যায় ৪.২.৪-এর আওতায় সিটি কর্পোরেশন আইন, ২০০৯-এর ১২১ ধারা মোতাবেক সিটি কর্পোরেশন/স্থানীয় সরকার বিভাগ নানাবিধ কাজে প্রাইভেট সেক্টর/আন্তর্জাতিক/ দেশীয় বেসরকারি সংস্থা/ কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনকে সম্পৃক্ত করার জন্য প্রবিধি তৈরি করতে পারবে।

(৫) এই পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোর উপ-অনুচ্ছেদ ৪.২.৩-এর ধারা ৬ মোতাবেক সিটি কর্পোরেশন পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের জন্য ফি আলাদাভাবে অথবা পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ এবং পরিবহনের ফি-এর সাথে একত্রে ধার্য করতে পারবে।

(৬) পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন কেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সিটি কর্পোরেশন তার বিদ্যমান নীতিমালা ও প্রবিধান মেনে পরিবেশ অধিদপ্তর ও আইইডিসিআর অথবা অন্য কোনো বিশেষায়িত জাতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা চাইতে পারবে।

(৭) পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা থেকে উৎপাদিত কম্পোস্ট বা জৈবসার (যদি থাকে) ব্যবহার বা বাজারজাত করার লাইসেন্স প্রাপ্তি সহজীকরণের জন্য সিটি কর্পোরেশন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তা চাইবে।

(৮) পরিশোধনের সর্বশেষ পর্যায়ে উৎপাদিত পণ্যের (কম্পোস্ট বা জৈবসার) কৃষিকাজে, জমি তৈরি বা অন্য উদ্দেশ্যে নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সিটি কর্পোরেশন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কাজ করবে।

অনুচ্ছেদ ৪.৩: মাঠ পর্যায়ে আইনি বাধ্যবাধকতা অনুসরণে "পরিবেশ পুলিশ"

(১) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তরের মাধ্যমে এটা নিশ্চিত করবে যে, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ সেবা চেইনে পরিবেশ সম্পর্কিত সকল আইন, প্রবিধান এবং নীতিমালাগুলো সংশ্লিষ্ট সকলে যথাযথভাবে অনুসরণ করছে।

(২) পরিশোধিত পয়ঃবর্জ্য অপসারণ অথবা এর পুনঃব্যবহারের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শক্রমে যথাযথ মান/নির্দেশিকা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

(৩) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণের সাথে পরামর্শক্রমে মাঠ পর্যায়ে আইন ও প্রবিধান, নিরাপত্তা মান এবং নীতিমালার অনুশীলন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাৎক্ষণিক জরিমানা আরোপ করার বিধানসহ "পরিবেশ পুলিশ" নামে একটি প্রশিক্ষিত দক্ষ বাহিনী গঠনের আইনগত বিধান তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ৪.৪: দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা

(১) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার (এফএসএম) প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামোর অধ্যায় ৩.০-এ চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানসমূহ (দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ) জ্ঞানের ঘাটতি পূরণ, কারিগরি সহায়তা প্রদান, প্রশিক্ষণ, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া ও উৎপাদিত পণ্যের (কম্পোস্ট) গুণগত মান নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান করবে।

(২) কার্যকর পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সিটি কর্পোরেশনের জনবল কাঠামোতে (অর্গানোগ্রামে) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ইউনিট/বিভাগ স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(৩) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জ্ঞানের ঘাটতি পূরণের জন্য এবং সিটি কর্পোরেশন ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধিতে মন্ত্রণালয়সমূহ (৩ নম্বর অধ্যায়ের তালিকা মোতাবেক) এবং লাইন এজেন্সিসমূহ, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ এবং আন্তর্জাতিক/ দেশীয় বেসরকারি সংস্থাসমূহ সহযোগিতা প্রদান করবে।

(৪) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার জন্য জাতীয় পর্যায়ের গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ (আইটিএন-বুয়েট, কারিগরি ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ/ ইনস্টিটিউটসমূহ/ কেন্দ্রসমূহ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আন্তর্জাতিক গবেষণা/ প্রশিক্ষণ সংস্থাসমূহ/ইনস্টিটিউট/বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থাসমূহ এবং প্রাইভেট সেক্টরের সঙ্গে যৌথ ভাবে কাজ করবে। বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রণালয়সমূহ এবং উন্নয়ন সহযোগীরা এই উদ্যোগে সহযোগিতা করবে।

(৫) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি, গবেষণা এবং প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ সমন্বয় সাধন এবং নির্দেশনা প্রণয়নে কাজ করবে। সিটি কর্পোরেশন সমূহের মধ্যে পয়ঃবর্জ্য বিষয়ক জ্ঞান/তথ্য আদান-প্রদান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ৪.৫: সচেতনতা বৃদ্ধি

(১) এই কাঠামোয় অধ্যায় ৩.০-এ চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানসমূহ (সচেতনতা বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ) সচেতনতা অভিযান, প্রাইভেট সেক্টরের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা বিষয়ে ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করবে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর সচেতনতা বৃদ্ধি অভিযানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় (৩ নম্বর অধ্যায়ে চিহ্নিত) এবং লাইন এজেন্সিসমূহ সহায়তা দিবে।

(২) সরকারের মন্ত্রণালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় জাতীয়/ আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থাসমূহ/ সিবিওসমূহ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার উপর জন সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা পালন করবে এবং প্রাইভেট সেক্টরসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে অংশীদারিত্ব স্থাপনে সহায়তা করবে।

(৩) সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠান প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জনগোষ্ঠীকে অবহিত করতে আই/এনজিও এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (কারিগরি বিষয়ে সহায়তার জন্য) সঙ্গে কাজ করবে।

অনুচ্ছেদ ৪.৬: কারিগরি এবং তহবিল সহায়তা

(১) সিটি কর্পোরেশনগুলোতে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং অন্যান্য সহযোগিতা (যেমন: পরিশোধন সুবিধার অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ভূমি) প্রদান করবে।

(২) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা সিটি কর্পোরেশনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বহুপাক্ষিক অথবা দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনগুলোতে কারিগরি সহযোগিতা এবং তহবিল সহায়তা দিতে পারবে।

(৩) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় লাইন এজেন্সিসমূহের (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং ওয়াসা) মাধ্যমে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার অবকাঠামোর (যেমন: পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার) পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য সরাসরি অথবা প্রকল্পভিত্তিক কারিগরি এবং অন্যান্য সহায়তা দিতে পারবে।

(৪) স্থানীয় সরকার বিভাগ পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন এবং পরিশোধন, পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার থেকে নির্গত বর্জ্যপানি অপসারণ, পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের মাধ্যমে উৎপাদিত উপজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ (যদি হয়), এবং উৎপাদিত কম্পোস্ট বা জৈবসারের ব্যবহার বা বাজারজাতকরণে লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য যথাযথ মান/নির্দেশনা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

অধ্যায় ৫

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার আর্থিক দিক

অনুচ্ছেদ ৫.১: পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার খরচ খাত

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার মধ্যে বিভিন্ন কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যেমন: পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন, পরিশোধন, অপসারণ এবং/অথবা পুনঃব্যবহার, যার প্রতিটি কাজের সাথেই ব্যয় জড়িত। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার কিছু অবকাঠামো, যেমন: পরিশোধনাগার এবং ভেকুটাগ অত্যন্ত ব্যয়বহুল। সেজন্য এসকল অবকাঠামোয় সরকারি সহযোগিতা প্রয়োজন। অন্য সব খরচ যেমন: পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়, সেবা গ্রহণকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ফি/চার্জ থেকে মিটানো যাবে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার প্রধান অবকাঠামো স্থাপনে সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার বিভাগের সহায়তা গ্রহণ করবে। একই সাথে সিটি কর্পোরেশন পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদানের জন্য ব্যবসায়িক মডেল প্রস্তুত করবে, যেখানে সেবা ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে ফি/চার্জ আদায়ের ব্যবস্থা থাকবে।

অনুচ্ছেদ ৫.২: পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার প্রস্তাবিত তহবিল প্রবাহ

এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে তহবিল প্রবাহ সতর্কতার সঙ্গে করতে হবে, যাতে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা টেকসই করা যায়। সিটি কর্পোরেশন পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিদ্যমান অবস্থা এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন অংশীদারের মধ্যে বিদ্যমান সচেতনতার মাত্রা বিবেচনায় রেখে নিচের প্রস্তাবিত পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার জন্য তহবিল প্রবাহের (চিত্র ৩ বিবেচনা করা) ব্যবস্থা করবে।

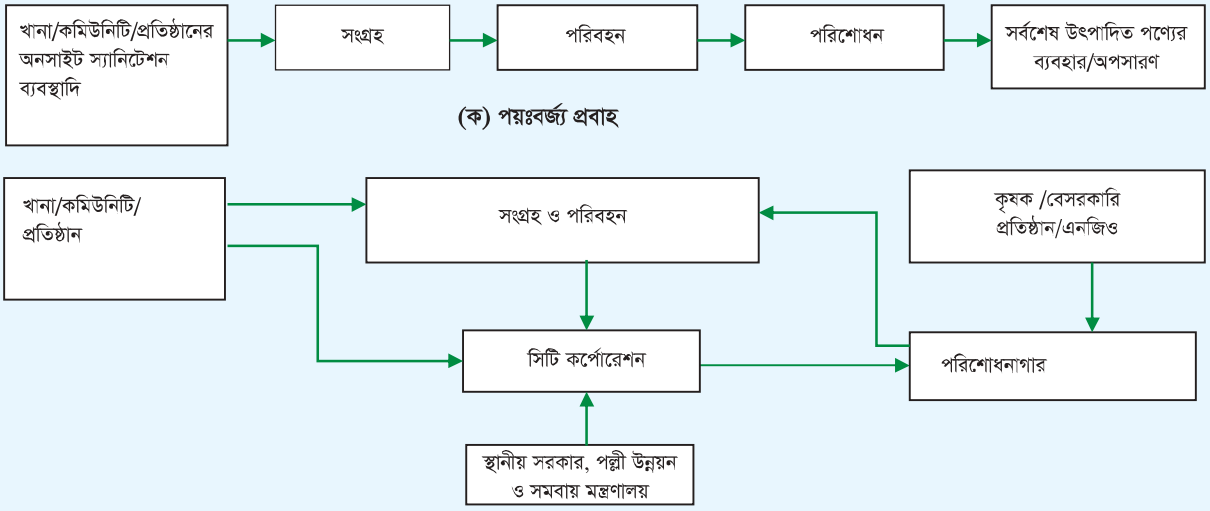

চিত্র ৩: (ক) খানা থেকে শুরু করে পরিশোধনের পর উৎপাদিত পণ্য পর্যন্ত পয়ঃবর্জ্য প্রবাহ চিত্র;
(খ) পয়ঃবর্জ্য সেবা ব্যবস্থাপনা চেইন বিষয়ে বিভিন্ন অংশীদারের মধ্যে তহবিল প্রবাহের নির্দেশনা।

উপরোক্ত চিত্রে তহবিল প্রবাহ শুরু হয় খানা/জনগোষ্ঠী/প্রতিষ্ঠান (সরকারি এবং বেসরকারি) থেকে যেখান থেকে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ করা হয়। খানা (বসতবাড়ি)/জনগোষ্ঠী/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধিত অর্থ দুই ভাগে বিভক্ত হবে একটি অংশ হলো পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহকারী এবং পরিবহন সেবা প্রদানকারীকে প্রদেয় ফি (সেপটিক ট্যাংক বা পিট খালি করার জন্য); অপর অংশটি হলো সিটি কর্পোরেশনকে প্রদেয় ফি, যা পয়ঃনিষ্কাশন ফি ও হোল্ডিং ট্যাক্স হিসাবে গ্রহণ করতে হবে এবং যার সাহায্যে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের খরচ বহন করা হবে। পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ করার সেবামূল্য আধারের আয়তন-এর উপর ভিত্তি করে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারণ করা হবে। পয়ঃনিষ্কাশন ফি বা সেবামূল্য ব্যবহৃত পানির উপর অথবা বসতবাড়ির উপর আরোপিত করের আনুপাতিক হারে নির্ধারণ করা যেতে পারে; এই ফি সিটি কর্পোরেশন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণের সাথে পরামর্শক্রমে নির্ধারণ করবে।

এই দুই ধারার তহবিল প্রবাহ নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা গ্রহণে সহায়ক হবে; কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এদের স্যানিটেশন ফি-তে পুরোপুরি ভর্তুকি থাকবে/ সম্পূর্ণভাবে মওকুফ করা হবে এবং সরকারি তহবিল থেকে এই ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

পরিশোধনাগারে তহবিল স্থানান্তরের বিষয়টি হচ্ছে উপরের তহবিল প্রবাহচিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন সেবা প্রদানকারীগণকে সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার পর্যন্ত বহন করার জন্য পরিশোধনাগার কর্তৃপক্ষ থেকে প্রণোদনা প্রদান করা হবে। এখানে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কাঙ্ক্ষিত/প্রত্যাশিত আচরণকে (যেমন: পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ করে পরিশোধনাগারে ফেলা এবং বেআইনিভাবে পয়ঃবর্জ্য ফেলার হার কমানোকে) উৎসাহিত করার জন্য এই আর্থিক প্রণোদনা (ইনসেনটিভ) প্রদান করা হবে। এই পদ্ধতিতে সংগ্রহ ও পরিবহন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ব্যয়ের একটি অংশ পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহের ফি-র মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ থেকে সংগ্রহ করবে এবং বাকি অংশ পরিশোধনাগার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় প্রণোদনা থেকে সংগ্রহ করবে। এর ফলে, দরিদ্র খানার/পরিবারের জন্য পয়ঃবর্জ্য অপসারণ সেবা গ্রহণ করা সাধ্যের মধ্যে থাকবে, বেশি পয়ঃবর্জ্য সংগৃহীত হবে, পরিবেশের উন্নতি হবে এবং সমগ্র জনগোষ্ঠী লাভবান হবে।

পরিশোধনাগারের পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনার খরচ মিটানোর জন্য সিটি কর্পোরেশন সংগৃহীত পয়ঃনিষ্কাশন কর/সেবা মূল্যের একটি অংশ ব্যয় করবে। পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ এবং পরিবহন সেবার লাইসেন্স/পারমিট প্রাপ্তির জন্য সিটি কর্পোরেশন বার্ষিক ফি ধার্য করবে। পরিশোধনাগার কর্তৃপক্ষ সেখানে উৎপাদিত পণ্য (কম্পোস্ট) বাজারজাত এবং বিক্রির কাজে বেসরকারি উদ্যোক্তা নিয়োজিত অথবা বেসরকারি সংস্থাসমূহের কাছে বিক্রি করতে পারবে।

তবে, প্রকৃতপক্ষে সিটি কর্পোরেশনের বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্য, বিশেষ করে বড় ধরনের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য সরকারি সহায়তা প্রয়োজন হবে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার বর্তমান অবস্থার ভিত্তিতে, ভবিষ্যতে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে এবং পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা একটি লাভজনক ব্যবসা হবে এই প্রত্যাশার উপর ভিত্তি করে এই কাঠামোতে তহবিল প্রবাহ প্রস্তাব করা হয়েছে।